রঘুনাথগঞ্জ শাখায়
মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও
বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়
ইলেকট্রনিকের সকল রকম
ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের
বিশেষ কনশেসন
ধনরাজ পিপাড়া
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট), মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৪শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৪ ইং 19th July 1967 { ১০ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.
খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খেলা ঘর
স্কুল কলেজের নানাপ্রকার খেলাধুলার সরঞ্জাম,
সর্ব্বপ্রকার প্রসাধন সামগ্রী ও চা বিস্কুট পাইবেন।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ফেভারিট
স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৪ সাল।

প্রাচীন ভারতে গো-জাতির পালন ও কৃষিব্যবস্থা

--০--

গো-জাতির উপকারিতা পৃথিবীর মনুষ্যসমাজমাত্রেই চিরদিন স্বীকৃত রহিয়াছে। গোদুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘৃতাদি পদার্থ আমাদের শৈশবাবধি জীবন-রক্ষক ও পুষ্টিকর পদার্থ বলিয়া অপরিহার্য্য। ইহা ছাড়া গোময় কৃষিকার্যে উত্তম সাররূপে এবং অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত হয়। কৃষিকার্যে এবং ভার বহনাদি কার্যেও গরু আমাদের প্রভূত সাহায্য করে। মোটামুটি গোজাতির এ সকল উপকারিতা সকল জাতির পক্ষে সমান হইলেও ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসমাজে গোজাতির তাদৃশ ঐহিক উপকারিতার সহিত ঐহিক ও পারলৌকিক অসাধারণ উপকারিতারও উল্লেখ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেই বর্ণিত রহিয়াছে। আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণসাধক বিভিন্ন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ আহুতি দান করা হয় এবং গাভী হইতেই আমরা উহা পাই বলিয়া গোমাতা হিন্দুগণের পূজার পাত্রী। ইহা ব্যতীত দেবপূজাদি কার্যে গোময় গোমূত্রাদি পঞ্চ-গব্যের ব্যবহার আবশ্যক বলিয়া গোমাতার উপকারিতা বহুমুখী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে গো-জাতিকে গোদেবতা বলা হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে—গোমাতার সর্ব্বাঙ্গে এমন কি প্রতি রোমকূপে সকল দেবতা ও ঋষিগণের অধিষ্ঠান স্বীকারহেতু গোজাতির প্রতি হিন্দুগণের সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গীজাত অসাধারণ শ্রদ্ধারই পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎপরাশরস্মৃতিগ্রন্থে গোজাতির মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে এরূপ বলা হইয়াছে—

ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্।
তিষ্ঠন্ত্যেকত্র মন্ত্রাস্তু হবিরেকত্র তিষ্ঠতি।
গোভির্যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভির্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥

বিধাতা একই কুলকে ব্রাহ্মণ ও গোজাতিরূপে দুই ভাগ করিয়াছেন। উভয়েই যজ্ঞের সহায়। কারণ—যজ্ঞসাধনের উপযোগী মন্ত্র ব্রাহ্মণে এবং আহুতি-দানের উপযোগী ঘৃত গোজাতির দেহে থাকে। সুতরাং গোজাতির দ্বারাই যজ্ঞের প্রবর্তন হয় এবং যজ্ঞের আহুতি দ্রব্যের ভাগ দ্বারাই দেবতাগণেরও স্থিতি সাধিত হইয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে দুগ্ধের একান্ত অভাবহেতু দুগ্ধপোষ্য শিশু বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের জীবনরক্ষা যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের অভাবে যজ্ঞাদি ধর্ম্মক্রিয়ারও সেরূপ দারুণ বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণের সন্তোষ বিধান করিলে তাঁহাদের অনুগ্রহে যথাকালে পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়, উহারই ফলে শস্যসম্পদ্ লাভ হইলে প্রজাগণের প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে।

সম্প্রতি আমরা পরলোক বা দেবতাদির প্রতি বিশ্বাসহীন এবং একমাত্র জড়বিজ্ঞানের অবদানের প্রতি আস্থাশীল বলিয়াই দেবতার অনুগ্রহবঞ্চিত হইয়া খাদ্যসঙ্কটাদি অশেষ দুর্গতির কবলে পতিত হইয়াছি। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে গোজাতির সংরক্ষণ ও প্রতিপালন যে আমাদের পরমধর্ম্ম ইহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন ভারতে গোহত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। বৈদেশিক বিজাতীয়গণের শাসনকাল হইতেই এ দেশে গো-হত্যার প্রবর্তন হইয়া সম্প্রতি উহা সঙ্কটের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারই প্রতিকারার্থে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজে গোহত্যানিরোধের আন্দোলন যে সর্বতোভাবে দেশের কল্যাণকর সন্দেহ নাই।

গোহত্যানিরোধের সহিত যথাযথ গো সেবাও একান্ত কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়েও যে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন—ইহা আমরা প্রাচীন শাস্ত্রপাঠেই অবগত হই। বৃহৎপরাশরস্মৃতি-গ্রন্থেই এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে—বৎসহীনা, গর্ভিণী বা ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধদোহন করিবে না। এরূপ প্রসবের পর দশদিন মধ্যে দুগ্ধদোহনও নিষিদ্ধ। দুর্ব্বলা ও ব্যাধিগ্রস্তা গাভীর দোহন পাপজনক। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের পক্ষেই গো-পালন ও গো-পূজা প্রশস্ত। দক্ষিণ বা উত্তরমুখ করিয়া গরুকে বন্ধন করিতে হয়। পূর্ব্ব বা পশ্চিমমুখে বন্ধন নিষিদ্ধ। গরুর রক্ষণ, পালন ও পোষণ পরমধর্ম্ম এবং তাড়ন ও আক্রোশ পাপজনক। এইরূপ ভীত গরুকে রক্ষা করা, সান্ত্বনাদান এবং গাত্রকণ্ডূয়ন পুণ্যজনক। প্রত্যহ গরুকে তৃণ ও জলাদিসহ যথাযোগ্য আহার্য প্রদান অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফলদান করে।

স্কুল শিক্ষক থেকে আই, এ, এস

বহরমপুরের গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক শ্রীসলিল চৌধুরী আই, এ, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মুসৌরীতে শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগদান করেছেন। একত্রিশ বৎসর বয়স্ক শ্রীচৌধুরী মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী ; ১৯৫৪ সালে তিনি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬০ সালে এক্সটার্ণাল ছাত্র হিসেবে বি-এ, ১৯৬১তে অর্থনীতিতে স্পেশাল অনার্স এবং ১৯৬৩তে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে প্রাইভেটে এম-এ পাশ করেন। শিক্ষকতা জীবন প্রায় দশ বছর জলপাইগুড়ি জয়ন্তী স্কুল, গোকর্ণ স্কুল, লালগোলা এম, এন, একাডেমী এবং বহরমপুর গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশন। —'জনমত'

চিনির পরিমাণ কমিয়া গেল

জঙ্গিপুর মহকুমার মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পূর্ব্বে মাথা পিছু ২০০ গ্রাম চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাথা পিছু ১০০ গ্রাম চিনি দেওয়া হয় এবং তৃতীয় সপ্তাহ হইতে মাথা পিছু ১৫০ গ্রাম করিয়া দেওয়া হইতেছে।

বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ও পূজোপলক্ষে পূর্ব্বে চিনির পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে উহা বন্ধ হইয়াছে।

মিষ্টির দোকান ও চায়ের দোকানসমূহে চিনির মাসিক বরাদ্দ বন্ধ হইয়াছে।

পল্লীগ্রামে এক পক্ষ কালের জন্য মাথা পিছু ৫০ গ্রাম চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

প্রথম শ্রেণীতে প্রথম

বহরমপুর গোরাবাজারের স্বর্গতঃ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রমোহন বসুর পৌত্র স্বর্গতঃ শান্তিময় বসুর পুত্র শ্রীসুজিতকুমার বসু এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি পরীক্ষায় ষ্ট্যাটিসটিক্স্-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়েছেন। তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় জেলা থেকে প্রথম হয়ে বৃত্তি পান এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করেন।

টাকা ছিনানো

গত ১০-৭-৬৭ তারিখে জঙ্গিপুর মহাবীরতলা তরকারি বাজারে ধনপতনগরের উমাচরণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি আবদুল লোকমান সেখের (শ্রীধরপুর) পকেট হইতে জোর করিয়া ২০'০০ কুড়ি টাকা কাড়িয়া লয়। বাজারের লোকজন আসামীকে ঘটনাস্থলে ধরিয়া ফেলে এবং জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে পুলিশে খবর দিলে, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে। সংবাদে প্রকাশ আসামীর পিতা ৺ধনা মণ্ডল এই অঞ্চলের একজন কুখ্যাত ব্যক্তি ছিল। —সংবাদ-দাতা

রঘুনাথগঞ্জ—জঙ্গিপুরে খাদ্যসামগ্রীর দর

রঘুনাথগঞ্জ—জঙ্গিপুর শহরে এবং মহকুমার বিভিন্ন পল্লীতে চাউলের দর কেজি প্রতি ২'৭৫ হইতে ৩'০০ টাকা। যবের আটা ১'৬০ হইতে ১'৭৫, দাইল ২'০০ হইতে ২৫০, আলু ১'০০ টাকা ১'২০ পর্য্যন্ত, পটল ৬৫—৭৫, ঢ্যাঁড়স ৮০—১'০০, করলা ১'০০, ঝিঙে ৩৫—৪০, বেগুন ৭৫ এমন কি শাক ২৫ পয়সার নীচে পাওয়া যায় না। মালদহের দুর্গাভোগ আম টাকা প্রতি ১'৫০০ দেড় কেজি দরে বিক্রয় হইতেছে। পুটি, রাইখয়রা, বাঁশপাবতা ৪'৫০—৫'০০ টাকা, পোনা মাছ ৫'০০—৬'০০ টাঃ ইলিশ মাছ ৬'৫০—৭'০০ টাকা। রসগোল্লা ও পানতোয়া ৪'০০ টাকা।

গোমাতার দুঃখ

দোহ বাপ! দোহ
দিবানিশি মোরে
বেঁধে রেখে মোর বৎসরে।

আমার বংশ
করিও ধ্বংস
যেন বৎসরে বৎসরে।

ঘাস খেতে দাও
ক্ষীর টুকু নাও
বাছুরে রাখি অভুক্ত।

ইহার বদলে
ছুরি দিয়া গলে
গোজন্মে করিও মুক্ত।

মোর পুত্র যারা
হাল টানে তারা
বোঝাই গাড়ীটা টানে।

তোমরা মশাই
সবাই কসাই
তিলে তিলে মার প্রাণে।

দুধটুকু খাও
গাড়ীও টানাও
লাগাও লাঠির গুতো।

বলিহারী দোস্ত্
খাও শেষে গোস্ত্
চামড়ায় কর জুতো।

হিন্দুদের বাণী—
করোনা কোরবাণী
ইস্লাম ভায়া তুমি।

হিন্দু জমিদারে
প্রজা বিলি করে
যতেক গোচর ভূমি।

গলে ছুরি দিয়া
মারিছে ইস্লাম,
তিলে তিলে মারে হিন্দু।

হিঁদু-মুসলমান্
দু'জনে সমান
দয়া নাই এক বিন্দু।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	**সেলস অফিস ও শোরুম**
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	**৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫**
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	**ফোন: ৫৫-৪৩৬৬**

সব রকমের মোটর গাড়ীর স্পেয়ার পার্টস পেতেইহলে একবার জঙ্গীপুর রোড বার্মা শেল পেট্রোল পাম্প সন্নিকটবর্ত্তী

চৌধুরী মোটরস্-এ

আসুন।

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেন্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ৩'০০তিন টাকা অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)